মৌসুমী বন্যা এবং বৃষ্টিপাতের জরুরী তথ্য (০২ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রি: সন্ধ্যা ০৬ টা)

দেশের সকল প্রধান নদ-নদীসমূহের পানি সমতল বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

বিগত ০৯ ঘণ্টায় দেশের উজানে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত (মি.মি.):

বিলোনিয়া (ত্রিপুরা) ৫৫.০ মি.মি।

বিগত ০৯ ঘণ্টায় দেশের অভ্যন্তরে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত (মি.মি.):

রামগড় (খাগড়াছড়ি) ৯৩.০, নাজিরহাট (চট্রগ্রাম) ৬০.০, লামা (বান্দরবান) ৬৩.০, যশোর ৩৮.০, ডালিয়া (নীলফামারি) ৩৩.০, পরশুরাম (ফেনী) ৩১.০ ও চট্রগ্রাম ৩০.০।

সিলেট বিভাগের সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি সমতল স্থিতিশীল আছে এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আগামী ৩ দিন পর্যন্ত সিলেট বিভাগ ও তৎসংলগ্ন উজানে ভারী বৃষ্টিপাতের (৪৪-৮৮ মি.মি/২৪ ঘণ্টা) প্রবণতা রয়েছে, যার প্রেক্ষিতে সুরমা ও কুশিয়ারা নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পেতে পারে, তবে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে। অন্যান্য প্রধান নদীসমূহ—খোয়াই, কংস, সারিগোয়াইন ও ধলাই নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে, অপরদিকে মনু, সোমেশ্বরী, ভুগাই ও যাদুকাটা নদীসমূহের পানি সমতল স্থিতিশীল আছে এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আগামী ০৩ দিন সিলেট বিভাগের এই সকল নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পেতে পারে, তবে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে।

চট্টগ্রাম বিভাগে গোমতী ও মুহুরী নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে, ফেনী নদীর পানি সমতল স্থিতিশীল আছে, অপরদিকে হালদা, সাঙ্গু ও মাতামুহুরী নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আগামী ৩ দিন পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিভাগ ও তৎসংলগ্ন উজানে ভারী বৃষ্টিপাতের (৪৪-৮৮ মি.মি/২৪ ঘণ্টা) প্রবণতা রয়েছে, যার প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম বিভাগের এই সকল নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পেতে পারে, তবে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া সংস্থার তথ্যানুযায়ী, সক্রিয় মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার উপর দিয়ে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এর প্রেক্ষিতে আগামী ০৩ দিন পর্যন্ত বরিশাল ও খুলনা বিভাগের উপকূলীয় নদীসমূহে স্বাভাবিকের থেকে কিছুটা অধিক উচ্চতার জোয়ার পরিলক্ষিত হতে পারে।

রাজশাহী বিভাগের গঙ্গা নদীর ও তার ভাটিতে পদ্মা নদীর পানি সমতল স্থিতিশীল আছে এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আগামী ০৩ দিন পর্যন্ত গঙ্গা- পদ্মা নদীর পানি সমতল ধীর গতিতে বৃদ্ধি পেতে পারে এবং পরবর্তী ০২ দিন গঙ্গা-পদ্মা উভয় নদীর পানি সমতল স্থিতিশীল থাকতে পারে, তবে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে।

রংপুর বিভাগের ব্রহ্মপুত্র নদের ও তার ভাটিতে যমুনা নদীর পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আগামী ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদ-নদীর পানি সমতল হ্রাস পেতে পারে এবং পরবর্তী ০৪ দিন পানি সমতল ধীর গতিতে বৃদ্ধি পেতে পারে, তবে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে।

রংপুর বিভাগের তিস্তা, ধরলা ও দুধকুমার নদীসমূহের পানি সমতল স্থিতিশীল আছে এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তিস্তা নদীর পানি সমতল আগামী ১৮ ঘন্টা স্থিতিশীল এবং পরবর্তি ২ দিন পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে এবং অপরদিকে আগামী ৩ দিনে ধরলা ও দুধকুমার নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পেতে পারে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র
বাপাউবো, ঢাকা।